গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রংপুর।
http://food.rangpurdiv.gov.bd
www.dgfood.gov.bd

প্রোগ্রাম নং- ৫৯/ডিআরটিসি।

স্মারক নং ঃ ১৩.০১.০০০০.২৬২.৫০.০১৫.২২.৬৭৬

তারিখঃ ৩১/০৩/২০২২ খ্রি.

প্রাপক ঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ/গড়েয়াহাট/ভুল্লিরহাট/রুহিয়া/শিবগঞ্জ/বালিয়াডাংগী এলএসডি, ঠাকুরগাও।

বিষয় ঃ **সড়ক পথে ৫৬৪০(পাচ হাজার ছয়শত চল্লিশ) মেঃটন বোরো'২১ সিদ্ধ চালের চলাচল সূচি।**

সূত্র ঃ ১। চলাচল, পরিকল্পনা, সড়ক এবং রেল শাখা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ৩১/০৩/২০২২ তারিখের টেলিফোনিক নির্দেশনা।
২। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নীলফামারী দপ্তরের ২৮/০৩/২০২২ তারিখের ৫৫৬ নং স্মারক।
৩। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঠাকুরগাও দপ্তরের ২৯/০৩/২০২২ তারিখের ৭০১ নং স্মারক।

সূত্রস্থ ২ নং স্মারকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নীলফামারী বোরো'২১ চালের পর্যাপ্ত মজুত না থাকায় বিভিন্ন খাতে বিলি বিতরণের নিমিত্ত সিদ্ধ চালের জরুরী চাহিদা প্রেরণ করেন। অপরদিকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঠাকুরগাও তার জেলার চাহিদার অতিরিক্ত বোরো'২১ সিদ্ধ চাল জেলার বাহিরে প্রেরণ করার জন্য সূত্রস্থ ৩ নং স্মারকে প্রস্তাব করেন। তদপ্রেক্ষিতে সূত্রস্থ ১নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাও জেলায় বোরো'২১ সিদ্ধ চালের পর্যাপ্ত মজুত থাকায় নীলফামারী জেলার নিম্নোক্ত এলএসডিতে **৫৬৪০(পাচ হাজার ছয়শত চল্লিশ)** মেঃটন বোরো'২১ সিদ্ধ চাল বিভিন্ন খাতে বিলি-বিতরণের নিমিত্ত নিম্নোক্ত ঠিকাদারওয়ারী চলাচল সূচি জারি করা হলো।

ক্রম নং	ঠিকাদারের নাম	ঠিঃ ক্রম নং	প্রেরণ কেন্দ্র	প্রাপক কেন্দ্র	পণ্য	পরিমাণ (মেঃটন)	শ্রেণী	পরিবহণ মাধ্যম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	মেসার্স আকাশ ইন্টারন্যাশনাল	১১০	বালিয়াডাংগী এলএসডি	কিশোরগঞ্জ এলএসডি	বোরো'২১ সিদ্ধ চাল	৬০.০০০	৪নং গ্রাব	সড়ক	
২.	মেসার্স রাব্বী ট্রেডার্স	১১১	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩.	মেসার্স আদর ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	১১২	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৪.	মেসার্স আহসান ব্রাদার্স	১১৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৫.	মেসার্স এস.এম.এ বাসিত	১১৪	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৬.	মেসার্স বায়েজীদ বোস্তামী এন্টারপ্রাইজ	১১৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৭.	মেসার্স লাকি ট্রেড এন্ড কমার্স	১১৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৮.	মেসার্স আব্দুল জলিল	১১৭	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৯.	মেসার্স মিম এন্টারপ্রাইজ (রাজ)	১১৮	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
১০.	মেসার্স মোঃ আজম আলী	১১৯	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
১১.	মেসার্স মোঃ ওমর আলী	১২০	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
১২.	মেসার্স বৃষ্টি এন্টারপ্রাইজ	১২১	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
১৩.	মেসার্স বর্ষা এন্টারপ্রাইজ	১২২	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
১৪.	মেসার্স আফিয়া এন্টারপ্রাইজ	১২৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
১৫.	মেসার্স অনামিকা এন্টারপ্রাইজ	১২৪	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
১৬.	মেসার্স নাসিম উদ্দিন	১২৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
১৭.	মেসার্স ইফতেখার আলম	১২৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
১৮.	মেসার্স রিমন এন্টারপ্রাইজ	১২৭	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
১৯.	মেসার্স সীমা ট্রেডার্স	১২৮	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
২০.	মেসার্স জসীম এন্ড ব্রাদার্স	১২৯	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
২১.	মেসার্স স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ	১৩০	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
২২.	মেসার্স যমুনা ট্রেডার্স	১৩১	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
২৩.	মেসার্স মনিষা এন্টারপ্রাইজ	১৩২	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
২৪.	মেসার্স জ্যোতি এন্টারপ্রাইজ (রাজ)	১৩৩	শিবগঞ্জ এলএসডি	ডিমলা এলএসডি	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
২৫.	মেসার্স পুর্নিমা এন্টারপ্রাইজ (রাজ)	১৩৪	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
২৬.	মেসার্স এলাহি এন্টারপ্রাইজ	১৩৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
২৭.	মেসার্স মোয়াজ্জেম হোসেন	১৩৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
২৮.	মেসার্স সারাফ ট্রেডার্স	১৩৭	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
২৯.	মেসার্স অবনী এন্টারপ্রাইজ	১৩৮	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩০.	মেসার্স রাবেয়া বেগম এন্ড সন্স	১৩৯	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩১.	মেসার্স মশিহুর রহমান (নওগাঁ)	১৪০	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩২.	মেসার্স মিকা এন্টারপ্রাইজ	১৪১	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩৩.	মেসার্স মোঃ মজিবর রহমান	১৪২	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩৪.	মেসার্স গোপাল চন্দ্র বৈষ্ণ	১৪৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩৫.	মেসার্স নুরউদ্দিন এন্ড কোং	১৪৪	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩৬.	মেসার্স শফিকুল ইসলাম রাজু	১৪৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩৭.	মেসার্স প্রধান ট্রেডার্স	১৪৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩৮.	মেসার্স জননী এন্টারপ্রাইজ	১৪৭	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৩৯.	মেসার্স মোঃ আবুল হোসেন	১৪৯	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৪০.	মেসার্স শাওন সিফাত এন্টারপ্রাইজ	১৫০	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৪১.	মেসার্স ইসমাইল বিশ্বাস	১৫১	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৪২.	মেসার্স মোসলেম বিশ্বাস	১৫২	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	
৪৩.	মেসার্স মোস্তাফিজুর রহমান (রাজু)	১৫৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬০.০০০	ঐ	ঐ	

৪৪.	মেসার্স মোঃ আমিনুল হক	১৫৪	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৪৫.	মেসার্স মোঃ নজরুল হক	১৫৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৪৬.	মেসার্স নিশান এন্টারপ্রাইজ	১৫৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৪৭.	মেসার্স উজ্জল এন্টারপ্রাইজ	১৫৭	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৪৮.	মেসার্স গোলাম কিবরিয়া এন্টারপ্রাইজ	১৫৮	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৪৯.	মেসার্স সুমাইয়া এন্ড খাদিজা	১৫৯	রুহিয়া এলএসডি	জলঢাকা এলএসডি	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৫০.	মেসার্স নাফি এন্টারপ্রাইজ	১৬০	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৫১.	মেসার্স জিনিয়া এন্টারপ্রাইজ	১৬১	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৫২.	মেসার্স মোঃ সাইনুদ্দিন	১৬২	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৫৩.	মেসার্স আবু হানিফ টনি	১৬৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৫৪.	মেসার্স আল আমিন এন্টারপ্রাইজ (রাজ)	১৬৪	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৫৫.	মেসার্স জসীম এন্ড সন্স	১৬৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৫৬.	মেসার্স জ্যোতি এন্টারপ্রাইজ (পাবনা)	১৬৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৫৭.	মেসার্স ন্যাশনাল কমার্শিয়াল কর্পোরেশন	১৬৭	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৫৮.	মেসার্স মোঃ মুনসুর রহমান	১৬৮	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৫৯.	মেসার্স কদবানু এন্টারপ্রাইজ	১৬৯	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৬০.	মেসার্স সাদিকুল হক	১৭০	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৬১.	মেসার্স আবেদুল হক	১৭১	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৬২.	মেসার্স ওরিয়েন্টাল এন্টারপ্রাইজ	১৭২	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৬৩.	মেসার্স ছগললাল আগরওয়ালা	১৭৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৬৪.	মেসার্স সুমন ফ্লাওয়ার মিলস্	১৭৪	রুহিয়া এলএসডি	মীরগঞ্জ(নীল) এলএসডি	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৬৫.	মেসার্স আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ	১৭৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৬৬.	মেসার্স শামীম ট্রেডার্স	১৭৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৬৭.	মেসার্স শুভেচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার্স	১৭৭	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৬৮.	মেসার্স দিপ্তী রানী দে	১৭৮	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৬৯.	মেসার্স আলতাব হোসেন	১৭৯	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৭০.	মেসার্স সামির উদ্দিন জাহিন	১৮০	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৭১.	মেসার্স হক ট্রেডিং	১৮১	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৭২.	মেসার্স রহমান এন্টারপ্রাইজ	১৮২	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৭৩.	মেসার্স উজ্জল কুমার সরকার	১৮৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৭৪.	মেসার্স সোহাগ এন্টারপ্রাইজ	২৯৫	ভুল্লিরহাট এলএসডি	চিলাহাটী এলএসডি	ঐ	৬০,০০০	৩নং স্লাব	ঐ	
৭৫.	মেসার্স এস.এস ইন্টারন্যাশনাল	২৯৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৭৬.	মেসার্স শাহনেওয়াজ এন্টারপ্রাইজ	২৯৭	পীরগঞ্জ(ঠাঃ)	নীলফামারী সদর এলএসডি	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৭৭.	মেসার্স তাসমিম জাহান মীম	২৯৮	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৭৮.	মেসার্স ইসলাম এন্ড সন্স	২৯৯	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৭৯.	মেসার্স সাদ ইন্টারন্যাশনাল	৩০০	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৮০.	মেসার্স আসিফ ট্রেড এন্ড কেরিয়ার্স	৩০১	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৮১.	মেসার্স মাহফুজা এন্টারপ্রাইজ (নাঃ)	২৬৬	ভুল্লিরহাট এলএসডি	ডোমার এলএসডি	ঐ	৬০,০০০	২নং স্লাব	ঐ	
৮২.	মেসার্স নুর এন্ড ব্রাদার্স	২৬৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৮৩.	মেসার্স নুর মোহাম্মদ	২৬৪	গড়েয়াহাট এলএসডি	নীলফামারী সদর এলএসডি	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৮৪.	মেসার্স রাফা ষ্টোর	২৬৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৮৫.	মেসার্স টিপু সুলতান এন্ড কোং	২৬২	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৮৬.	মেসার্স এম.এম এন্টারপ্রাইজ	২৬১	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৮৭.	মেসার্স মোস্তফা এন্ড ব্রাদার্স	২৬০	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৮৮.	মেসার্স কবির ব্রাদার্স	২৫৯	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৮৯.	মেসার্স এম.এ রশীদ এন্টারপ্রাইজ	২৫৮	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৯০.	মেসার্স আবদুল হালিম এন্ড কোং	২৫৭	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৯১.	মেসার্স আরিয়ান ইন্টারন্যাশনাল	২৫৬	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৯২.	মেসার্স ফেরদৌসি এন্টারপ্রাইজ	২৫৫	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৯৩.	মেসার্স জে.বি এন্টারপ্রাইজ	২৫৪	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
৯৪.	মেসার্স শফিক রাইস এজেন্সী	২৫৩	ঐ	ঐ	ঐ	৬০,০০০	ঐ	ঐ	
					সর্বমোট=	৫৬৪০(পাচ হাজার ছয়শত চল্লিশ)			

নির্দেশনাবলী ঃ

১. জারিকৃত সূচীর অধীনে প্রেরিত চাল অবশ্যই বিনির্দেশসম্মত হতে হবে এবং ওয়ারেন্টি মোতাবেক চাল প্রেরণ করতে হবে।

২. প্রেরিত খামালের চালের মান কারিগরি শাখার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শনকৃত, যাচাইকৃত এবং ভৌত বিশ্লেষণকৃত হতে হবে।

৩. **খাদ্যশস্য প্রেরণ ও প্রাপ্তিকালে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর মহোদয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১১/৫/২০১৯ তারিখের ২১১ নং প্রজ্ঞাপন কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।**

৪. প্রেরক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রেরিতব্য চালের বস্তায় ১০০% ক্রয়কেন্দ্রে ও মিলের স্টেনসিল (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) নিশ্চিত করবেন। অনুরূপভাবে প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চালের বস্তায় ১০০% ক্রয়কেন্দ্র ও মিলের স্টেনসিল দেখে বুঝে নিবেন। এর ব্যত্যয় হলে সৃষ্ট যেকোন জটিলতার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রেরক/প্রাপক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের উপর বর্তাবে।

৫. প্রেরক কেন্দ্র কর্তৃক প্রতিটি ইনভয়েসের বিপরীতে নমুনা ও ভৌত বিশ্লেষণ রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।

৬. প্রেরক কেন্দ্র হতে ইনভয়েসে অটো/হাস্কিং উল্লেখ করে দিতে হবে। প্রাপক কেন্দ্র অটো/হাস্কিং মিল অনুযায়ী পৃথক পৃথক খামাল গঠন করবেন।

৭. প্রেরক কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে সূচীকৃত পণ্য বোঝাই দিতে হবে।

৮. যে কেন্দ্র হতে সূচী জারি করা হয়েছে অবিলম্বে সেই কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিবিড় তদারকিতে উক্ত কেন্দ্রের চালের ভৌত গুণগতমান যাচাই করতে হবে।

৯. জারিকৃত সূচীর অধীনে কোন কেন্দ্র হতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল ও এলএসডি এবং মিলের স্টেনসিলবিহীন কোন বস্তা প্রেরিত হলে ঐ কেন্দ্রের সূচী বন্ধ রাখাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক খামাল সার্ভে করতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ভি-ইনভয়েসের সাথে গেঁথে দিতে হবে। ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত নমুনা যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা করে ট্রাকের সাথে প্রেরণ করতে হবে। ওয়ারেন্টি অনুযায়ী মালামাল অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে। কোনক্রমেই চলাচল সূচীর অনুকূলে পোকাক্রান্ত বা জীবন্ত পোকাসহ নিম্নমানের খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে না।

১১. সূচীপ্রাপ্ত ঠিকাদারগণ সংশ্লিষ্ট সি.এস.ডি/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে যোগদান পত্র দাখিল করবেন এবং সি.এস.ডি/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর চলাচল সূচী যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম হতে মালামাল পরিবহণের ব্যবস্থা করবেন।

১২. প্রেরণ কেন্দ্র হতে খাদ্যশস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে ভি-ইনভয়েসে বিতরণ সংকেতসহ সংকেত প্রদানের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া ভি-ইনভয়েসে পণ্য উল্লেখ করতে হবে। তদ্রুপ প্রাপক কেন্দ্রকে মালামাল প্রাপ্তির সাথে সাথে তা খামাল কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৩. সকল ক্ষেত্রেই ব্যাক মুভমেন্ট পরিহার করে এই সূচী কার্যকর করতে হবে।

১৪. প্রেরক/প্রাপক কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ ও প্রাপ্তির অগ্রগতি জানাতে হবে।

১৫. প্রেরণকারী কর্মকর্তাকে মালামাল প্রেরণের সাথে সাথে ভি-ইনভয়েস ইস্যু করতে হবে এবং প্রাপকগণ মালামাল প্রাপ্তির পর এবং ভি-ইনভয়েস প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রাপ্ত অংশ পূরণ করে তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রেরক প্রেরিত মালের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা উত্তোলনপূর্বক যৌথ স্বাক্ষরে ১টি নমুনা ভি-ইনভয়েসের সিসি কপির সাথে পরিবহনকারীর মাধ্যমে প্রাপক কেন্দ্রে পাঠাবেন ও ১টি নমুনা নিজের কাছে রাখবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রেরক কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

১৬. গুদামে খামাল পরিদর্শনপূর্বক গুদাম লেজারে খাদ্যশস্য প্রেরণ এবং প্রাপ্তির এন্ট্রি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ভি-ইনভয়েসে স্বাক্ষর করবেন।

১৭. প্রেরণ/প্রাপক কেন্দ্রের সাইলো অধীক্ষক/ম্যানেজার/সি.এস.ডি./এস.এন্ড.এম.ও./ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ চলাচল সূচীর মেয়াদ শেষে নিম্নোক্ত ছকে প্রেরণ/প্রাপ্তির বিবরণী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর সহ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

ছক ঃ

সূচী নং ও তারিখ	ইনভয়েস নং ও তারিখ	প্রাপ্তির তারিখ	ঠিকাদারের নাম	প্রেরক	প্রাপক	প্রেরিত মালের পরিমাণ	প্রাপ্ত মালের পরিমাণ	পরিবহণ ঘাটতি/ বাড়তি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

১৮. পরিবহনকালিন সরকারী খাদ্যশস্য কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি/তছরূপ/জালিয়াতি/আত্মসাতের জন্য ঠিকাদার দায়ী থাকবেন এবং সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯. ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ প্রেরণ কেন্দ্রে খাদ্যশস্য গ্রহণের স্বপক্ষে এবং প্রাপক কেন্দ্রে খাদ্যশস্য বুঝিয়ে দেয়ার স্বপক্ষে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র স্বাক্ষর করবেন।

২০. ট্রাকের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত মালামাল পরিবহণ করে পরিবহণকৃত মালামাল এবং বাংলাদেশ সরকারের যেকোন প্রোপার্টির ক্ষতি সাধন করলে/হলে ঠিকাদার/প্রেরণ কেন্দ্র দায়ী হবে।

২১. প্রাপ্ত সূচীতে খাদ্যশস্য পরিবহণকালে আর্থিক ক্ষতির অজুহাতে অথবা খাদ্যশস্য পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদার উক্ত সূচীর জন্য পরবর্তীতে সমন্বয় সূচী প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবেন না। তবে Force Majeure এর আওতায় ঠিকাদার আবেদন করতে পারবেন।

২২. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ৮/৬/২০২০ তারিখের ৫২৬ নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক জারীকৃত এ চলাচল সূচী মুভমেন্ট সফট্ওয়ারে এন্ট্রি করতে হবে।

২৩. ***এই চলাচল সূচীর মেয়াদ ১০/০৪/২০২২ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।*** নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩১/০৩/২২

(মোঃ মমিনুল ইসলাম)
সহঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অঃদাঃ)
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
ফোন ঃ ০৫২১-৫২১৬০
rcf.rng@dgfood.gov.bd

স্মারক নং ঃ ১৩.০১.০০০০.২৬২.৫০.০১৫.২২. তারিখঃ ৩১/০৩/২০২২ খ্রি.

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণার্থে।

১. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর/রাজশাহী।
৩. ডিআইজি, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৪. পুলিশ কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৫. পরিচালক, চলাচল,সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
৭. সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর ঢাকা। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।
৮. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ঠাকুরগাও/নীলফামারী । প্রাধিকারপত্রসহ বৈধ কাগজপত্র যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৯. উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ...।
১০. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নীলফামারী সদর/ডোমার/চিলাহাটী/মীরগঞ্জ/ডিমলা/কিশোরগঞ্জ এলএসডি।
১১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার(রংপুর বিভাগসহ) সমিতি।
১২. মেসার্স ..... সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ বস্তার গায়ে স্টেনসিল দেখে মালামাল বোঝাই দিবেন এবং নমুনায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। প্রেরক কেন্দ্র হতে ভাল মানের মালামাল বুঝে নিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা গন্তব্যে বুঝিয়ে দিবেন।
১৩. বিল শাখা/নোটিশ বোর্ড, অত্র দপ্তর।
১৪. দপ্তর নথি।

সহঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অঃদাঃ)
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

৭. প্রেরক কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক গঠিত কমিটির তত্ত্বাবধানে সূচীকৃত পণ্য বোঝাই দিতে হবে।

৮. যে কেন্দ্র হতে সূচী জারি করা হয়েছে অবিলম্বে সেই কেন্দ্রের জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিবিড় তদারকিতে উক্ত কেন্দ্রের চালের ভৌত গুণগতমান যাচাই করতে হবে।

৯. জারিকৃত সূচীর অধীনে কোন কেন্দ্র হতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল ও এলএসডি এবং মিলের স্টেনসিলবিহীন কোন বস্তা প্রেরিত হলে ঐ কেন্দ্রের সূচী বন্ধ রাখাসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১০. উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক খামাল সার্ভে করতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ভি-ইনভয়েসের সাথে গেঁথে দিতে হবে। ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত নমুনা যৌথ স্বাক্ষরে সীলগালা করে ট্রাকের সাথে প্রেরণ করতে হবে। ওয়ারেন্টি অনুযায়ী মালামাল অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে। কোনক্রমেই চলাচল সূচীর অনুকূলে পোকাক্রান্ত বা জীবন্ত পোকাসহ নিম্নমানের খাদ্যশস্য প্রেরণ করা যাবে না।

১১. সূচীপ্রাপ্ত ঠিকাদারগণ সংশ্লিষ্ট সি.এস.ডি/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে যোগদান পত্র দাখিল করবেন এবং সি.এস.ডি/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর চলাচল সূচী যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম হতে মালামাল পরিবহণের ব্যবস্থা করবেন।

১২. প্রেরণ কেন্দ্র হতে খাদ্যশস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে ভি-ইনভয়েসে বিতরণ সংকেতসহ সংকেত প্রদানের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। তাছাড়া ভি-ইনভয়েসে পণ্য উল্লেখ করতে হবে। তদ্রুপ প্রাপক কেন্দ্রকে মালামাল প্রাপ্তির সাথে সাথে তা খামাল কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৩. সকল ক্ষেত্রেই ব্যাক মুভমেন্ট পরিহার করে এই সূচী কার্যকর করতে হবে।

১৪. প্রেরক/প্রাপক কেন্দ্র থেকে দৈনন্দিন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ ও প্রাপ্তির অগ্রগতি জানাতে হবে।

১৫. প্রেরণকারী কর্মকর্তাকে মালামাল প্রেরণের সাথে সাথে ভি-ইনভয়েস ইস্যু করতে হবে এবং প্রাপকগণ মালামাল প্রাপ্তির পর এবং ভি-ইনভয়েস প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রাপ্ত অংশ পূরণ করে তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করবেন। প্রেরক প্রেরিত মালের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা উত্তোলনপূর্বক যৌথ স্বাক্ষরে ১টি নমুনা ভি-ইনভয়েসের সিসি কপির সাথে পরিবহনকারীর মাধ্যমে প্রাপক কেন্দ্রে পাঠাবেন ও ১টি নমুনা নিজের কাছে রাখবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রেরক কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

১৬. গুদামে খামাল পরিদর্শনপূর্বক গুদাম লেজারে খাদ্যশস্য প্রেরণ এবং প্রাপ্তির এন্ট্রি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ ভি-ইনভয়েসে স্বাক্ষর করবেন।

১৭. প্রেরণ/প্রাপক কেন্দ্রের সাইলো অধীক্ষক/ম্যানেজার/সি.এস.ডি./এস.এন্ড.এম.ও./ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ চলাচল সূচীর মেয়াদ শেষে নিম্নোক্ত ছকে প্রেরণ/প্রাপ্তির বিবরণী জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর সহ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

ছক ঃ

সূচী নং ও তারিখ	ইনভয়েস নং ও তারিখ	প্রাপ্তির তারিখ	ঠিকাদারের নাম	প্রেরক	প্রাপক	প্রেরিত মালের পরিমাণ	প্রাপ্ত মালের পরিমাণ	পরিবহণ ঘাটতি/ বাড়তি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

১৮. পরিবহনকালিন সরকারী খাদ্যশস্য কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি/তছরূপ/জালিয়াতি/আত্মসাতের জন্য ঠিকাদার দায়ী থাকবেন এবং সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯. ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ প্রেরণ কেন্দ্রে খাদ্যশস্য গ্রহণের স্বপক্ষে এবং প্রাপক কেন্দ্রে খাদ্যশস্য বুঝিয়ে দেয়ার স্বপক্ষে নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র স্বাক্ষর করবেন।

২০. ট্রাকের ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত মালামাল পরিবহণ করে পরিবহণকৃত মালামাল এবং বাংলাদেশ সরকারের যেকোন প্রোপার্টির ক্ষতি সাধন করলে/হলে ঠিকাদার/প্রেরণ কেন্দ্র দায়ী হবে।

২১. প্রাপ্ত সূচীতে খাদ্যশস্য পরিবহণকালে আর্থিক ক্ষতির অজুহাতে অথবা খাদ্যশস্য পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদার উক্ত সূচীর জন্য পরবর্তীতে সময়য় সূচী প্রাপ্তির আবেদন করতে পারবেন না। তবে Force Majeure এর আওতায় ঠিকাদার আবেদন করতে পারবেন।

২২. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ৮/৬/২০২০ তারিখের ৫২৬ নং স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক জারীকৃত এ চলাচল সূচী মুভমেন্ট সফট্ওয়ারে এন্ট্রি করতে হবে।

২৩. ***এই চলাচল সূচীর মেয়াদ ১০/০৪/২০২২ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে***। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিবহণে ব্যর্থ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(মোঃ মমিনুল ইসলাম)
সহঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অঃদাঃ)
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
ফোন ঃ ০৫২১-৫২১৬০
rcf.rng@dgfood.gov.bd

তারিখঃ ৩১/০৩/২০২২ খ্রি.

স্মারক নং ঃ ১৩.০১.০০০০.২৬২.৫০.০১৫.২২. ৬৭৬

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণার্থে।

১. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
২. বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর/রাজশাহী।
৩. ডিআইজি, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৪. পুলিশ কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৫. পরিচালক, চলাচল,সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
৭. সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর ঢাকা। খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।
৮. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ঠাকুরগাও/নীলফামারী । প্রাধিকারপত্রসহ বৈধ কাগজপত্র যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৯. উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ...।
১০. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নীলফামারী সদর/ডোমার/চিলাহাটী/মীরগঞ্জ/ডিমলা/কিশোরগঞ্জ এলএসডি।
১১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী বিভাগীয় সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার(রংপুর বিভাগসহ) সমিতি।
১২. মেসার্স ..... সড়ক পরিবহণ ঠিকাদার/প্রতিনিধিগণ বস্তার গায়ে স্টেনসিল দেখে মালামাল বোঝাই দিবেন এবং নমুনায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। প্রেরক কেন্দ্র হতে ভাল মানের মালামাল বুঝে নিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা গন্তব্যে বুঝিয়ে দিবেন।
১৩. বিল শাখা/নোটিশ বোর্ড, অত্র দপ্তর।
১৪. দপ্তর নথি।

৩১/০৩/২২
সহঃ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অঃদাঃ)
রংপুর বিভাগ, রংপুর।